# “কোভিড-১৯ প্রতিরোধে বিপিজিএমইএ ’র সদস্যদের কারখানাসমূহ খোলা রাখার নির্দেশিকা”

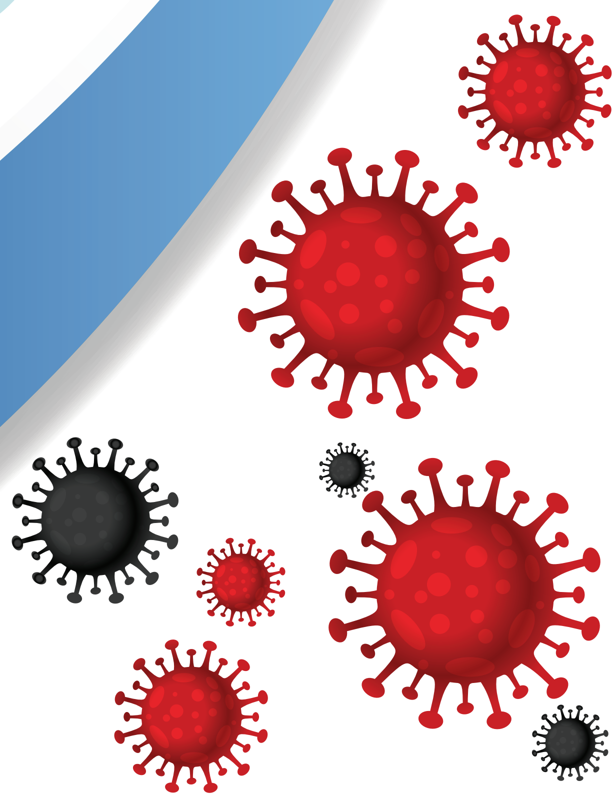

প্লাস্টিক প্রডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (পিপিবিপিসি)

বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক এসোসিয়েশন (বিপিজিএমইএ)

# বিপিজিএমইএ'র সদস্যদের কারখানাসমূহ খোলা রাখার নির্দেশিকা ॥

প্লাস্টিক প্রডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (পিপিবিপিসি)

বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক এসোসিয়েশন (বিপিজিএমইএ)

**Head Office**: Paltan Tower, Suite # 603 & 604, 87 Purana Paltan Line, (6th Floor), Dhaka-1000, Bangladesh.
Phone: 880-2-8392475-6, 58310192, Fax: 02-9347889, Email: bpgmea13@gmail.com, Web: www.bpgmea.org.bd

## সূচিপত্র ঃ


| ক্রমিক নং | বিবরন | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ০১ | ভূমিকা | ০৩ |
| ০২ | কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম | ০৩ |
| ২.১ | কর্মক্ষেত্রে নমনীয়তা ও সুরক্ষার প্রস্তুতি, বাস্তবায়ন এবং তথ্য আদান প্রদান | ০৩ |
| ০৩ | কর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা ও পারিবারিক নির্যাতন নিপীড়ন রোধে সুরক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ | ০৪ |
| ০৪ | কোভিড-১৯ এর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা | ০৪ |
| ৪.১ | প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোল | ০৪ |
| ৪.২ | প্রশাসনিক কন্ট্রোল | ০৫ |
| ৪.৩ | কোভিড-১৯ এর প্রতিরোধমূলক জীবানুমুক্তকরণ নির্দেশিকা | ০৫ |
| ৪.৪ | চাইল্ড কেয়ার ফ্যাসিলিটিতে কোভিড-১৯ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ | ০৬ |
| ০৫ | কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে এইস আর এবং প্রশাসনিক উদ্যোগ | ০৬ |
| ৫.১ | সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থাগুলো নিশ্চিতকরণ | ০৭ |
| ৫.২ | পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই) | ০৭ |
| ৫.৩ | কোভিড-১৯ টাস্ক ফোর্স গঠণ | ০৭ |
| ৫.৪ | সন্ধেহভাজন রোগীদের মূল্যায়ন ও তাদের কোয়ারেন্টাইন এর জন্য কারখানাগুলোকে অনসাইট মেডিক্যাল টিম | ০৮ |
| ০৬ | যদি কারখানার ভেতরে কারো মধ্যে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ দেখা যায়, করনীয় | ০৮ |
| ৬.১ | কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ দেখা দিলে কি করতে হবে, সে ব্যাপারে শ্রমিক কর্মচারীদেরকে নির্দেশনা | ০৮ |
| ৬.২ | ছুটি নীতি বিষয়ে নির্দেশনা | ০৯ |
| ৬.৩ | কারখানা প্রাঙ্গনে উত্তম চর্চা অনুশীলন করনীয় | ০৯ |
| ৬.৪ | যখন একজন কর্মী বাড়িতে অবস্থান করছেন তখন করনীয় উত্তম চর্চাসমূহ | ০৯ |
| ০৭ | নিরাপদ পরিবহনের গাইডলাইন | ১০ |
| ০৮ | কর্মীদের কমিউনিটি লেভেলে কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষা | ১০ |
| ০৯ | কোভিড-১৯ সম্পর্কিত অফিসিয়াল পেইজ এবং হটলাইন নাম্বারসমূহ | ১১-১২ |


**Head Office**: Paltan Tower, Suite # 603 & 604, 87 Purana Paltan Line, (6th Floor), Dhaka-1000, Bangladesh.
Phone: 880-2-8392475-6, 58310192, Fax: 02-9347889, Email: bpgmea13@gmail.com, Web: www.bpgmea.org.bd

## ১। ভূমিকা ঃ

চীন থেকে প্রথম, ডিসেম্বর ২০১৯-এ করোনাভাইরাস রোগ (কোভিড-১৯) সংক্রমণের তথ্য জানানো হয়, যা বর্তমানে জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে। মার্চ ২০২০-এ, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাব বিশ্বব্যাপী মহামারী হিসেবে ঘোষণা করে। যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির তথ্যমতে বর্তমানে বিশ্বজুড়ে ১৮৭ টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়েছে করোনাভাইরাস এবং আজ (জুন ১৮, ২০২০) পর্যন্ত ৮.৪ মিলিয়ন মানুষকে আক্রান্ত করেছে।

বাংলাদেশেও সময়ের সাথে সাথে এই রোগটি ছড়িয়ে পড়েছে। এবছর মার্চ মাসের শুরুর দিকে এ ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম রোগী সনাক্ত হলেও সংখ্যাটি দ্রুতই বাড়তে থাকে, বর্তমানে মে মাসের প্রথম দিকে বাংলাদেশে এ রোগে আক্রান্ত ১১,৭১৯ জন ও এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছে ১৮৬ জন প্রতিদিনই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। এ রোগের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশের ৬০টি জেলায়।

এই সঙ্কটের প্রতিক্রিয়া হিসেবে, বিপিজিএমইএ কোভিড-১৯ সম্পর্কিত এ গাইড লাইনটি প্রস্তুত করেছে। আমাদের বিশ্বাস, এই গাইডলাইন নিয়োগকর্তা, কর্মী প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যদের কোভিড-১৯ চলাকালীন তাদের কর্মক্ষেত্র পরিচালনার জন্য, কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত এবং কারখানা কর্মক্ষেত্র, পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) সম্পর্কিত যে সকল প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে তার কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে সহায়তা করবে। এই নির্দেশিকাটি “কোভিড-১৯ ম্যানেজমেন্ট গাইডেন্স-বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশ”, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রকাশিত নির্দেশিকা এর অবলম্বনে তৈরি করা হয়েছে, যাতে বিপিজিএমইএ কে সার্বিক সহযোগিতা করেছে ডাঃ শামীম ইমাম (এমবিবিএস, এমফিল এন্ড এমপিএইচ)। তবে মনে রাখা উচিৎ যে, এই নির্দেশিকাটি কোনও মানদন্ড বা প্রবিধান নয় এবং এটি কোনও নতুন আইনীবাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। এটিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশের পাশাপাশি বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিধির বিবরণ রয়েছে।

## ২। কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ঃ

বিপিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে কারখানাগুলোকে একটি সিস্টেমেটিক পদ্ধতি ব্যবহার করে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। যেখানে ফ্যাক্টরি ম্যানেজমেন্ট ও কর্মীবৃন্দ সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রতিটি কারখানায় ৪/৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি “পারটিসিপেটরি কমিটি” গঠন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যেখানে কারখানা ম্যানেজমেন্ট, এইচআর ও সাস্থ্য সুরক্ষা কর্মকর্তাবৃন্দ সরাসরি অংশগ্রহণ করবে। যাদের সরাসরি তত্বাবধানে করোনাকালীন দুর্যোগ মোকাবিলায় একটি “টাস্ক ফোর্স” পরিচালিত হবে।

এই নির্দেশিকাতে বর্ণিত পদ্ধতি কারখানাগুলো কোভিড-১৯ এর প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিরোধ করে নিরাপদ কর্মস্থল প্রস্ততিতে সাহায্য করবে।

### ২.১ কর্মক্ষেত্রে নমনীয়তা ও সুরক্ষার প্রস্তুতি, বাস্তবায়ন এবং তথ্য আদান প্রদান ঃ

- নিশ্চিত করতে হবে যে, ছুটির নীতিমালা যাতে নমনীয় এবং পাবলিক হেলথ গাইডলাইনসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে। কারখানায় ফ্লোর লেভেলের স্টাফ যেমন ঃ সুপারভাইজার, লাইন চীফবৃন্দ এবং প্রোডাকশন ম্যানেজার যাতে এই ছুটির নীতিমালা সম্পর্কে অবগত হয়। ফ্লোর লেভেলের স্টাফদের কোভিড-১৯ সম্পর্কে যথাযথ প্রশিক্ষনের এবং এ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে তারা নির্দিষ্টকর্মী যেমন ঃ গর্ভবতী মহিলা কর্মী, বিশেষ শারীরিক প্রয়োজনীয়তা সম্পন্ন কর্মী এবং পরিবার/নিরর্ভরশীল ব্যক্তিদের দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রমিকের ব্যাপারে সচেতন থাকে।
- কর্মীদের তাদের বেতনভুক্ত ছুটির অধিকার নিশ্চিতকরন এবং কোভিড-১৯ সম্পর্কিত অসুস্থতার লক্ষণগুলো দেখা গেলে কাজে না যাওয়ার বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করতে হবে।
- কোভিড-১৯ এর লক্ষণগুলো নিয়ে যারা অসুস্থ, তাদের অসুস্থতা যাচাই করতে বা কাজে ফিরতে তাদের জন্য ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন বা ছাড়পত্র চাইবেন না।
- নমনীয় ছুটির নীতি যাতে চর্চা হয় তা নিশ্চিত করতে, মানবসম্পদ কর্মীবৃন্দ ও ছুটির হিসাব রাখা করণিকবৃন্দকে প্রশিক্ষণ দিন।
- ছুটির ব্যাপারে নমনীয় নীতিগুলো বজায় রাখুন । কোন কর্মীর পরিবারের সদস্য/নির্ভরশীল যদি কোভিড-১৯ এর (কাশি, জ্বর, শ্বাসকষ্ট) লক্ষণগুলো প্রদর্শন করে তাহলে কর্মীদের বাড়িতে থাকার অনুমতি দিন। এক্ষেত্রে যদি পরিবার বা নির্ভরশীলদের সহায়তা বা যত্ন প্রদানের জন্য কর্মীদের ছুটি নিতে হয়, তবে ছুটির জন্য কোন ডকুমেন্ট প্রদান করতে হবেনা।

**Head Office**: Paltan Tower, Suite # 603 & 604, 87 Purana Paltan Line, (6th Floor), Dhaka-1000, Bangladesh.
Phone: 880-2-8392475-6, 58310192, Fax: 02-9347889, Email: bpgmea13@gmail.com, Web: www.bpgmea.org.bd

- অসুস্থ্য কর্মীদের বাড়িতে থাকতে সক্রিয়ভাবে উৎসাহ দিন। কর্মীদের প্রয়োজনে অসুস্থতাজনিত ছুটি নেয়ার জন্য উৎসাহিত করুন এবং এক্ষেত্রে কর্মচারীদের যাতে কোন দন্ড দেয়া না হয় সেজন্য লাইন পরিচালনাকারী স্টাফদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করুন ।

### ৩। কর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা ও পারিবারিক নির্যাতন-নীপীড়ণরোধে সুরক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন ঃ

- কর্মীদের একটি নির্দেশিকার তালিকা প্রদান করুন যেখানে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবাগুলো প্রাপ্তির ব্যাপারে সুপারিশ থাকবে।
- নির্দেশিকাটিতে কোভিড-১৯ এর চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা (মাতৃকালীন স্বাস্থ্য সেবা অন্তর্ভূক্ত) থাকতে হবে।
- যেসব নারীকর্মী পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তাদের জন্য কাউন্সিলিং, আইন, এবং চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করুন ।
- এছাড়াও নিশ্চিত করতে হবে যে, মেডিকেল অফিসারবৃন্দ এবং ওয়েলফেয়ার অফিসারবৃন্দ কর্মীদের প্রয়োজনে এই পরিসেবাগুলো গ্রহণ করার ব্যাপারে সমর্থন দেয়ার জন্য প্রশিক্ষিত।

### ৪। কোভিড-১৯ এর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ঃ

কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ এর প্রতিরোধ করার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হচ্ছে যথাযথ উপায়ে প্রথমেই কারখানায় এই ভাইরাসের সংক্রমণ ব্যাহত করা । যে সকল ছোট কারখানায় কম জায়গায় বেশি কর্মী ঘনত্বের কারনে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা নির্মুল করা কঠিন, সেখানে সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হলো "নিয়ন্ত্রণের শ্রেণিবিন্যাস (Procedure of controls)"।

১ম ধাপ ঃ কারখানাগুলোকে প্রথমে ৩০% কর্মী নিয়ে উৎপাদন কাজ শুরু করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

২য় ধাপ ঃ এরপর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা অনুস্বরণ করে সফলতা পাওয়া গেলে আরো ২০% কর্মী কাজে যোগদানের মাধ্যমে মোট ৫০% কর্মীকে কাজে যোগদানের মাধ্যমে উৎপাদন কাজ চালাতে বলা হচ্ছে।

কারখানা খোলার পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখুন ঃ

- সেইসব কর্মীদের নিযুক্ত করুন , যারা কারখানার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করেন।
- যারা গ্রাম থেকে ফিরে এসেছেন, তাদেরকে নিরুৎসাহিত করুন অথবা পরিচালনার দ্বিতীয় ধাপ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারখানায় প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখুন ।
- যেসব শ্রমিক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছেন যেমন অন্তঃস্বত্তা এবং বয়স ৫০ উর্ধ্ব শ্রমিক, তাদেরকে নিযুক্ত করবেন না।
- প্রাথমিক পর্যায়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন সেকশন আংশিকভাবে খোলা রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ।

### ৪.১ প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থায় ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোল ঃ

ইনজেকশন মোল্ডিং, ব্লো মোল্ডিং, এবং অন্যান্য মেশিনগুলির লে-আউট এমনভাবে এ্যাডজাস্ট করুন যাতে করে সেখানে প্রতি জনকর্মীর মধ্যে অন্ততঃ ২ মিটার অথবা ৬ ফুট দূরত্ব বজায় থাকে।

- একইভাবে অন্যান্য সেকশনে ২ মিটার বা ৬ ফুটের শারীরিক দুরত্ব নিশ্চিত করুন, এক্ষেত্রে কর্মীদের কাজের জায়গা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিতে পারেন।
- এছাড়াও ডাইনিং এরিয়ায় প্রতিজনের জন্য আলাদা আলাদা জায়গা অথবা চেয়ারের সিটিং বদলে শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন ।
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্থানে বা যেখানে বায়ু চলাচল সীমিত সেখানে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বায়ু পরিশোধন যন্ত্র স্থাপন করুন। কাজের জায়গায় যথাসম্ভব প্রাকৃতিক বায়ু চলাচল নিশ্চিত করুন।
- স্টোর থেকে কাঁচামাল বা ইকুইপমেন্ট প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যারিয়ার অথবা জানালা স্থাপন করুন ।

## ৪.২ প্রশাসনিক কন্ট্রোল ঃ

কাজ শুরু করার পূর্বে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিন

- মেইন গেটে হ্যান্ডওয়াশ স্টেশন স্থাপন করুন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ লিকুইড সোপের সাপাই নিশ্চিত করুন।
- সকল দর্শনার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ফ্যাক্টরিতে প্রবেশের পূর্বে হাত ধোয়া অথবা স্যানিটাইজেশন নিশ্চিত করুন।
- কারখানা ভবনের বাইরে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রাখুন। কারখানা অভ্যন্তরে প্রবেশের ক্ষেত্রে এমনভাবে পরিকল্পনা করুন, যেন প্রত্যেক প্রবেশকারী হাত ধোয়ার স্থানে অন্ততঃ ৩০ সেকেন্ড সময় পেতে পারেন। এ হিসেবে ১২০ জন ব্যক্তির ১ ঘন্টা সময় লাগবে হাত ধোয়ার জন্য।
- প্রত্যেকের মধ্যে ২ মিটার শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করুন।
- প্রত্যেকেই মাস্ক পরিধান করবেন এবং নিজস্ব রুমাল সাথে রাখবেন।
- হাত ধোয়ার জায়গায় অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে, একবার ব্যবহার্য্য টাওয়েল, টিস্যু অথবা হ্যান্ড ড্রাইয়ার রাখুন। বারবার ব্যবহার করা যায় এমন টাওয়েল বর্জন করুন।
- কর্মীদের জুতায় জীবানুনাশক স্প্রে করার ব্যবস্থা রাখুন অথবা কর্মীরা কারখানা প্রাঙ্গনে প্রবেশের পূর্বে তাদের জুতাগুলো যেন পলিব্যাগে ঢুকিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে (সু-স্টোরেজ) রেখে দিতে পারেন, সে ব্যবস্থা নিন।
- ইনফ্রারেড থার্মোমিটার/থার্মাল স্ক্যানিং/প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য চেকআপ পদ্ধতি ব্যবহার করে কারখানায় আগত প্রত্যেকের তাপমাত্রা মাপার ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন । কারও দেহের তাপমাত্রা ৩৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর অধিক হলে তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিন।

## ৪.৩ কোভিড-১৯ এর প্রতিরোধমূলক জীবাণু মুক্তকরন নির্দেশিকা ঃ

- কারখানায় কর্মীদের প্রবেশের আগে কারখানা সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করা উচিত।
- জীবাণু মুক্তকরণের কাজে নিয়োজিত থাকার সময় অবশ্যই পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই) ব্যবহার করতে হবে এবং ডিসপোজাবল গ্লাভস ও মাস্ক পরিধান করতে হবে।
- কারখানার যে জায়গাগুলো সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করা হয়, যেমন দরজার হাতল, হ্যান্ডরেইল, টয়লেটসিট এগুলোর পৃষ্ঠদেশ সবসময় জীবাণুমুক্ত রাখুন। ক্যান্টিন টেবিলের মতো সাধারন স্থান যেখানে ভাইরাস সহজেই বিস্তার করতে পারে সেগুলোও নিয়মিত পরিস্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখুন।
- কারখানায় প্রবেশের সময় জুতাগুলোর নিচে জীবাণুনাশক দিয়ে স্প্রে করুন । নিশ্চিত করুন যে কর্মীবৃন্দ প্রোডাকশন ফ্লোরে খালি পায়ে না হাটে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে প্রোডাকশন ফ্লোরের জন্য আলাদা স্যান্ডেল সরবরাহ করুন।
- দিনশেষে মেশিনগুলো জীবাণুমুক্ত করুন।
- প্রত্যেক শিফট এর পরপরই খাবার এলাকা জীবাণুমুক্ত রাখুন।
- টয়লেট প্রত্যেকবার ব্যবহারের পরপরই জীবাণুমুক্ত করুন।
- ডিসপোজাবল পিপিই যথাযথভাবে বিনষ্ট হয়েছে, তা নিশ্চিত করবেন।
- সব ধরনের ডিসপোজাবল ম্যাটেরিয়ালস যাতে যথাযথ ভাবে নিস্পত্তি করা হয় সে জন্য পর্যাপ্ত ডাস্টবিন/ট্র্যাশক্যান নিশ্চিত করতে হবে। দিনের শেষে যাতে ডিসপোজাবল ম্যাটেরিয়ালসগুলো যথাযথপদ্ধতি অনুসরণ করে পুড়িয়ে দেয়া বা মাটি চাপা দেয়া হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।
- পিপিই সরঞ্জামাদি সাবান, টয়লেট পেপার, জীবানুনাশক যথেষ্ট পরিমানে মজুদ রয়েছে, সেটিও নিশ্চিত করবেন।
- কারখানা ভবনে প্রবেশের পর পরই গাড়িগুলো জীবাণুমুক্ত করুন।

## ৪.৪ চাইল্ড কেয়ার ফ্যাসিলিটিতে কোভিড-১৯ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

- চাইল্ড কেয়ার এ কর্মরত এটেনডেন্টদের কোভিড-১৯ সম্পর্কে শিক্ষা দিন এবং তাদের পিপিই ব্যবহারে উৎসাহিত করুন ।
- চাইল্ড কেয়ারের জন্য অতিরিক্ত জায়গা বরাদ্দ করুন, যাতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়।
- চাইল্ড কেয়ার রুমের বাইরে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রাখুন, যাতে কেউ চাইল্ড কেয়ার রুমে প্রবেশের আগে অবশ্যই হাত ধুতে পারে।
- চাইল্ড কেয়ার এ বাচ্চাকে রাখার পূর্বে অবশ্যই সে যেই পোশাকটি বাসা থেকে পরে এসেছে তা পরিবর্তন করে, একটি ধোয়া পরিষ্কার কাপড় পরিয়ে দিন, এতে চাইল্ড কেয়ার এ সংক্রমণের ঝুঁকি কমবে।
- চাইল্ড কেয়ারে হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং সাবান দিন যাতে করে বারবার হাত ধুতে পারে।
- বাচ্চার ব্যবহার্য কাপড় ভালোভাবে ডিটারজেন্ট অথবা সাবান দিয়ে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নিন।
- মায়েদেরকে অবশ্যই অন্তত বাচ্চার দুই সেট অতিরিক্ত কাপড় নিয়ে আসতে উৎসাহিত করুন।
- বাচ্চার এবং এটেনডেন্টদের তাপমাত্রা থার্মাল স্ক্যানার এর সাহায্যে মাপুন।
- যদি মা অথবা বাচ্চা অস্বস্তিবোধ করে/জ্বর জ্বর ভাব/ঠান্ডা বোধ করে, তাহলে তাদের কারখানায় আসতে এবং চাইল্ড কেয়ার ব্যবহার করতে নিরুৎসাহিত করুন। তাদের "পেইড লিভ" প্রদান করুন ।
- যদি সম্ভব হয় কারখানা আইসোলেশন এর জন্য একটি আলাদা রুম প্রদান করতে পারে।
- চাইল্ড কেয়ার এটেনডেন্টদের মধ্যে ব্রেস্ট ফিডিং এবং পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে (এক্ষেত্রে ইন-হাউজ ডাক্তার, ওয়েলফেয়ার অফিসার এ ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে)।
- ব্রেস্টফিডিং রুমের সামনে অথবা সুবিধাজনক জায়গায় সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রাখুন ।
- যথাযথ হাত ধোয়া, কাপড় জীবাণুমুক্ত করতে স্প্রে ব্যবহার এবং জুতা-স্যান্ডেল জীবাণুমুক্ত করে, তারপর বাচ্চাকে ব্রেস্টফিডিং করাতে উৎসাহিত করুন ।
- চাইল্ড কেয়ারের বেড সেট (যেমনঃ বেডশীট, বালিশের কাভার, টাওয়েল, ইত্যাদি) এবং বাচ্চার খেলনা নিয়মিত পরিষ্কার করুন ।

## ৫। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে এইচআর এবং প্রশাসনিক উদ্যোগ ঃ

- শ্রমিক ও কর্মচারীদের বায়োমেট্রিক উপস্থিতি বন্ধ করুন অথবা বায়োমেট্রিক মেশিন প্রতিবার ব্যবহারের পর এ্যালকোহল দিয়ে মুছে নেয়ার ব্যবস্থা নিন। সম্ভব হলে পাঞ্চ কার্ড ব্যবহার করুন।
- কোভিড-১৯ এর উপসর্গ দেখা দিলে কর্মীদের অবশ্যই ইন-হাউস ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। যদি কোন কর্মীর জ্বর দেখা দেয়, তাহলে তাকে "পেইড লিভ" দিয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে।
- কারখানার বিভিন্ন জায়গায় হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং সেখানে পর্যাপ্ত সাবান নিশ্চিত করতে হবে। যাতে কর্মীরা বারবার হাত ধুতে পারে।
- সকল টয়লেটে হাত ধোয়ার সামগ্রী যেমনঃ সাবান/ লিকুইড হ্যান্ড-ওয়াশ নিশ্চিত করতে হবে এবং কর্মীদের বারবার হাত ধুতে বলতে হবে।
- লাঞ্চ/ডিনার/নামাযের বিরতি কয়েকটি শিফটে ভাগ করে দিতে হবে, যাতে অনেক কর্মী একসাথে জড়ো হতে না পারে।
- কারখানার পুরো কাজের সময় কয়েকটি শিফটে ভাগ করে দিন। যেসব কর্মীর উপর পারিবারিক দায়-দায়িত্ব আছে তারা যাতে নিজের পছন্দমত শিফট নির্বাচন করতে পারে সে ব্যাপারে সহযোগিতা করুন। নারী কর্মীদের যাতে কাজের শিফটজনিত কারনে কোনভাবেই নির্যাতিত নিপীড়নের শিকার না হয়, শিফটিং ডিউটি ভাগ করার সময় সে ব্যাপারগুলো খেয়াল রাখুন।
- নিশ্চিত করুন প্রত্যেক কর্মী যাতে নিজের আলাদা আলাদা পানি বোতল ব্যবহার করে এবং পানি নেয়ার সময় পানির ট্যাপ এবং বোতলের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখে। প্রয়োজন অনুযায়ী কিছুটা গরম পানির সাপ্লাই নিশ্চিত করুন।

- ❖ কর্মীরা যাতে তাদের পার্সোনাল গ্যাজেট, গাস, টিফিন বক্স, চাবি ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত করতে পারে এজন্য এলকোহল বেজড স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন।
- ❖ প্রয়োজন নেই, এমন দর্শনার্থীদের কারখানায় প্রবেশ নিষেধ করুন।
- ❖ কারখানা ভবনে কাজের সময় অপ্রয়োজনীয় চলাচল সীমিত রাখুন।
- ❖ যেসব কর্মীরা লোডিং ও আনলোডিং করবে, তাদেরকে অন্যান্য কর্মীদের কাছ থেকে আলাদা করে রাখুন।
- ❖ ডেলিভারি বাস/ট্রাক চালকদেরকে তাদের নিজ নিজ যানবাহনে অবস্থান করার পরামর্শ দিন।

## ৫.১ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থাগুলো নিশ্চিতকরন ঃ

- ❖ চলাচলের গতি কারখানার ভেতরে যেসব স্থানে অতিরিক্ত লোকজন চলাচল করে সেসব স্থানে চলাচল একমুখী করে দিন।
- ❖ কর্মঘন্টাঃ বিভিন্ন বিভাগের কাজের জন্য কাজের সময় ভিন্ন করে দিন । যেমন: ক্লিনিং সেকশন সকাল ৬:৩০ ঘটিকায় কারখানায় প্রবেশ করতে পারে, অন্যান্য সেকশন কাজ শুরু করতে পারে ৭:৩০ ঘটিকায় ইত্যাদি।
- ❖ দুপুরের খাবার শিফট ঃ দুপুরের খাবার শিফট এমনভাবে করুন , যেন খাওয়ার সময় প্রত্যেকে একে অপরের কাছ থেকে ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হন।
- ❖ সঙ্কেত চিহ্নঃ ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশনার জন্য পোষ্টার ব্যবহার করুন অথবা মেঝেতে ৬ ফুট দূরত্বের নির্দেশক চিহ্ন ব্যবহার করুন।
- ❖ পরিবহনঃ কর্মীদের জন্য কারখানা প্রদত্ত বাস/যানবাহনগুলো অবশ্যই নিশ্চিত করবে যে, কর্মীরা জিগজ্যাগ ভঙ্গীতে সিটে বসেছে এবং সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করছে।
- ❖ পিএ সিস্টেম এর মাধ্যমে দিনে অন্তত ৪ বার প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা ও দিকনির্দেশনার বিষয়ে ঘোষণা দান করুন।
- ❖ শ্রমিকদের কাছে দ্রুত বার্তা প্রেরণ ও তাদের কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থা রাখুন।
- ❖ নোটিশ বোর্ডগুলোতে জরুরি ফোন নাম্বারসহ দৃশ্যমান ও স্পষ্ট বার্তাগুলো দিন।
- ❖ কারখানা কর্তৃপক্ষ অবশ্যই ভাইরাস এর বিস্তার এবং স্থানীয় সংবাদ বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকবেন।
- ❖ এমন কোন বার্তা প্রচার করবেন না, যা কর্মীদের আতঙ্ক বাড়িয়ে দেয়া।
- ❖ থু-থু ফেলার জায়গা নিদিষ্ট করে দিন এবং যত্রতত্র থুথু না ফেলার জন্য কঠোর নির্দেশনা দিন।

## ৫.২ পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই) ঃ

কারখানার ইন-হাউজ চিকিৎসা কর্মীদের অবশ্যই নিম্নলিখিত পিপিইগুলো প্রদান করতে হবে এবং তার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে:

- ❖ ধোয়ার যোগ্য ৩ লেয়ার কাপড়ের মুখোশ
- ❖ ডিসপোজাবল গ্লোভস
- ❖ ডিসপোজাবল ফুট/সু কভার
- ❖ সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখার মেডিকেল কাপড় (জলরোধী)

## ৫.৩ কভিড-১৯ টাস্ক ফোর্স গঠন

- ❖ কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নির্দেশিকা বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষন এবং নিরীক্ষা করতে সক্ষম একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করুন।
- ❖ সদস্যদের অবশ্যই উদ্যমী ও দায়িত্বশীল হতে হবে। টাস্ক ফোর্সের শুরু থেকেই ওএসএইচ ও পিসিকমিটির সদস্য, ব্যবস্থাপনা কর্মীবৃন্দ, ডাক্তার/নার্স ইত্যাদি থাকবেন।
- ❖ নিজেদের মধ্যে স্পষ্ট ও তাৎক্ষনিক যোগাযোগ থাকবে এবং প্রতিদিনই শীর্ষ ব্যবস্থাপনার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

❖ টাস্ক ফোর্সের সদস্যগন এসওপি বিষয়ে অবগত থাকবেন।

## ৫.৪ সন্দেহভাজন রোগীদের মূল্যায়ন ও তাদের কোয়ারেন্টাইন এর জন্য কারখানা গুলোয় অনসাইট মেডিক্যাল টিম ঃ

❖ একজন ডাক্তার (এবং একজন নার্স) নিযুক্ত করুন।

❖ স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে অনলাইনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণ দেয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিন।

❖ রোগীদের জন্য স্বতন্ত্র এলাকা নির্ধারন করে দিন, এবং যদি প্রবেশমুখ অনেকগুলো থাকে, তবে একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ এবং অপর একটি দরজা প্রস্থানের জন্য ব্যবহার করুন ।

❖ কারখানা গুলোকে নুন্যতম সংখ্যক ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি (পিপিই) সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এগুলোর মধ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক এফএফপি-৩ অথবা এন-৯৫ মাস্ক, ফেস শিল্ড, গ্লোভস এবং বডিস্যুট অন্তর্ভূক্ত।

❖ চিকিৎসা সেবাদানকারী/ডাক্তাররা অবশ্যই পিপিইঃ লেভেল ২ অথবা আরও উপরের লেভেল এর পিপিই (এগুলো মুলত পানি ও ড্রপলেটরোধক) ব্যবহার করবেন এবং পরিচ্ছন্নতাকর্মী (ক্লিনিং স্টাফ) ও ডাক্তার বাদে অন্যান্যরা পিপিইঃ লেভেল ১ (কাপড় ভিত্তিক যা সহজে পানি দিয়ে ভিজে যাবে না) ব্যবহার করতে পারেন।

❖ মেডিক্যাল টিম এর সাথে ক্লিনার নিযুক্ত থাকবেন, যাদের কাজ হবে রোগীদের আশেপাশে থাকা সকল বস্তুর উপরিপৃষ্ঠ (সারফেস) জীবানুমূক্ত করা ও পরিস্কার রাখা।

❖ মেডিক্যাল টিম'কে পিপিই সরমঞ্জামাদি নিরাপদ প্রক্রিয়ায় বিনষ্ট করার যথাযথ জ্ঞান দিন।

❖ সন্দেহভাজন রোগীদেরকে যানবাহনে করে বাসা/হাসপাতালে পৌছে দেয়ার সম্পূর্ন দায়িত্ব কারখানাকে অবশ্যই নিতে হবে।

## ৬। যদি কারখানার ভেতরে কারও মধ্যে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ দেখা যায় ঃ

ষ্টাফ শ্রমিকের নাম, কার্ড নাম্বার, যোগাযোগ করার সচল নাম্বার এবং প্রদর্শিত লক্ষণ সমূহ রেকর্ড করবেন। উপসর্গধারী ব্যক্তি কারখানা ভবন ত্যাগ করার সাথে সাথেই নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে হবেঃ

❖ সন্দেহভাজনদের কাজের স্থানগুলো জীবানুমুক্তকরণ।

❖ সন্দেহভাজনদের নিবিড় সাহচর্যে কারা এসেছিলেন, তা খুঁজে বের করে তালিকা তৈরি করে রক্ষনাবেক্ষণ।

❖ যোগাযোগ রক্ষা করুন যদি রোগীর উপসর্গের ক্রমাবনতি ঘটে, অথবা তাদের পরিবারের কোন সদস্যের মধ্যে উপসর্গ দেখা যায়।

❖ বেসরকারি হাসপাতাল গুলোর তালিকা অনুগ্রহ করে দেখে নিন। খুঁজে বের করুন , সময়ের হিসেবে এগুলোর মধ্যে কোন হাসপাতালটি আপনার ইউনিট ও রোগী নেয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী। সেখানকার ব্যবস্থাপনার সঙ্গে একটি চলমান সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস নিন।

❖ সরকারি হাসপাতালগুলোর তালিকা দেখুন।

## ৬.১ কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের উপসর্গ দেখা দিলে কি করতে হবে, সে ব্যাপারে শ্রমিক ও কর্মচারীদেরকে নির্দেশনা ঃ

❖ যদি কারো মধ্যে উপসর্গ দেখা দেয়, তাহলে আপনাকে বাসায় ৭ দিন অবস্থান করে সেলফ আইসোলেশনে থাকতে হবে।

❖ যদি ৭ দিন পরও তার জ্বর খুব বেশি বেড়ে না যায়, তাহলে আপনার আর বাসায় থাকার প্রয়োজন নেই। সংক্রমণ চলে যাওয়ার পরও কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে।

❖ যদি কেউ এমন কারও সাথে বসবাস করছেন, যার মধ্যে সংক্রমন উপসর্গ দেখা দিয়েছে, তাহলে তাকে উপসর্গ দেখা দেয়ার ১ম দিন থেকে ১৪ দিন বাসায় অবস্থান করতে হবে। কারন, উপসর্গ দেখা দেয়ার জন্য ১৪ দিন সময় লাগতে পারে।

❖ যদি বাসায় একাধিক ব্যক্তির মধ্যে উপসর্গ মিলে, তাহলে ১ম ব্যক্তির মধ্যে উপসর্গ দেখা দেয়ার দিন থেকে ১৪ দিন বাসায় অবস্থান করুন।

**Head Office**: Paltan Tower, Suite # 603 & 604, 87 Purana Paltan Line, (6th Floor), Dhaka-1000, Bangladesh.
Phone: 880-2-8392475-6, 58310192, Fax: 02-9347889, Email: bpgmea13@gmail.com, Web: www.bpgmea.org.bd

### ৬.২ ছুটি নীতি বিষয়ে নির্দেশনা ঃ

- ❖ শ্রমিকরা আশ্বস্ত হবেন যে তাদের মধ্যে কারও দেহে কোভিড-১৯ সংক্রমণের উপসর্গ দেখা দিলে তার ছুটি নেয়া প্রয়োজন এবং এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিবেন না।
- ❖ কর্মক্ষেত্রে অসুস্থতাজনিত ছুটির সনদপত্রের প্রয়োজন নেই।
- ❖ যদি কোন শ্রমিকের পরিবারের সদস্যের মাঝে কোভিড-১৯ সংক্রমণের উপসর্গ ধরা পড়ে, তবে সেই শ্রমিককে বাসায় অবস্থান করার জন্য জোরালোভাবে উৎসাহিত করতে হবে।
- ❖ শ্রমিকদের মধ্যে যারা উপসর্গ দেখা দেয়ায় বাসায় ফিরে গেছেন সেলফ-আইসোলেশনে থাকবেন বলে এবং যাদের পরিবারে কোন সদস্যের মধ্যে উপসর্গ দেখা দিয়েছে, তাদেরকে স্ববেতনে ছুটি দেয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রাখুন ।

### ৬.৩ কারখানা প্রাঙ্গনে উত্তম চর্চা অনুশীলন করণীয় ঃ

- ❖ যথাযথ প্রক্রিয়ায় ২০ সেকেন্ড সময় নিয়ে হাত ধুয়ে নিন।
- ❖ মাস্ক পরিধান করুন এবং রুমাল সাথে রাখুন ।
- ❖ যেখানেই সম্ভব, ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখুন ।
- ❖ যখনই কাশি অথবা হাচি আসবে, তখনই টিস্যু অথবা বাহু (হাত নয়) ব্যবহার করে মুখ ও নাক ঢেকে রাখুন । ব্যবহারের পরপরই টিস্যুটি ঢাকনাযুক্ত ডাস্টবিনে ফেলে দিন এবং পরবর্তীতে আপনার হাত ধুয়ে ফেলুন।
- ❖ হাত ব্যবহার না করে কনুই অথবা পা ব্যবহার করে দরজা খুলুন।

### যা করা যাবেনা ঃ

- ❖ যদি সদ্য আপনার হাত ধোয়া না হয়ে থাকে, তাহলে চোখ, নাক ও মুখে হাত দিবেন না।
- ❖ করমর্দন করবেন না অথবা অন্যদের ব্যবহার্য্য জিনিস (যেমন মোবাইল ফোন) স্পর্শ করবেন না।
- ❖ কারখানার ভেতরে বড় দল তৈরি করবেন না। ম্যানেজমেন্ট পর্যায়ের সভাগুলো আবশ্যিকভাবে ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে অনুষ্ঠিত হবে।
- ❖ যদি আপনি অথবা আপনার পরিবারের কোন সদস্যের মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণের উপসর্গ জ্বর এবং স্থায়ী শুকনা কাঁশি) দেখা যায়, তাহলে আপনি কাজে আসবেন না এবং উর্ধ্বতন কাউকে জানিয়ে রাখবেন।

### ৬.৪ যখন একজন কর্মী বাড়িতে অবস্থান করছেন তখন করণীয় উত্তম চর্চাসমূহ ঃ

- ❖ জানালা দিয়ে বাতাস ভালোমতো চলাচল করছে, এমন একটি কক্ষে থাকুন। যদি নিজস্ব টয়লেট এর ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে প্রতিবার টয়লেট ব্যবহারের পরপরই তা পরিষ্কার করুন ।
- ❖ আলাদা তোয়ালে, খাওয়ার পাত্র, পানি পানের গ্লাস, বিছানা অথবা যে কোন কিছুই যা এতোদিন পরিবারের সদস্যদের সাথে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করেছেন, তা সকলের সাথে ব্যবহার না করে আলাদাভাবে ব্যবহার করুন ।
- ❖ যদি ২ সপ্তাহ চলার মতো প্রয়োজনীয় মুদি পণ্য ও ওষুধপত্র না থাকে, তাহলে এগুলো কেনার জন্য বন্ধু, প্রতিবেশি অথবা পরিবারের সদস্যদের সহায়তা নিন। তাদের সাথে আলাপচারিতার সময় সরাসরি যোগাযোগ এড়িয়ে চলুন। অন্যদের সাথে যেকোন ধরণরে যোগাযোগের আগে ও পরে হাত ধুয়ে নিন।

### যা করা যাবে না ঃ

- ❖ একান্ত প্রয়োজন না হলে বাসা থেকে বের হবেন না।
- ❖ দর্শনার্থীদের বাসায় প্রবেশে অনুমতি দিবেন না ।

## ৭। নিরাপদ পরিবহনের গাইডলাইন ঃ

পণ্য ও শ্রমিক পরিবহন কোন কারখানার কার্যক্রম মসৃণভাবে চালিয়ে নিতে অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু, একই সময়ে এই পরিবহনের মাধ্যমে এই ভাইরাস ট্রান্সমিশনের সুপ্ত ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। পণ্য পরিবহন ও সাপ্লাইয়ের সময় যাতে এই ভাইরাস ছড়াতে না পারে এজন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো নেয়া প্রয়োজনঃ

### পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে

❖ লোডিং এরিয়ায় কন্টেইনার আসার পুর্বেই তাকে সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

❖ ডিটারজেন্ট এবং জীবাণুমুক্তকরণ স্প্রে ব্যবহার করে সকল ইনকামিং এবং আউটগোয়িং যানবাহন/গাড়ি জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

❖ ড্রাইভারকে অবশ্যই সরাসরি যেখান থেকে ভাইরাস ছড়াতে না পারে, সেখানে আইসোলেট করতে হবে।

❖ ড্রাইভার যাতে একাই জীবাণুমুক্ত এলাকায় চলাচল করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

❖ ড্রাইভার ও গাড়ি স্টাফদের মধ্যে কোভিড-১৯ জনিত সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

❖ ড্রাইভারকে পিপিই প্রদান করতে হবে যা, একটি বিশেষ বাক্সে রাখতে হবে। ড্রাইভারকে পিপিই পরিধান করতে হবে।

❖ কোন গাড়িতে যা কর্মী পরিবহন করবে, তাতে কর্মীসংখ্যা কখনই গাড়ির মোট সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টের ৫০ শতাংশের বেশি হতে পারবে না এবং গাড়ির আরোহী সবাই যাতে জিক-জ্যাক উপায় বসে তা নিশ্চিত করতে হবে।

❖ গাড়ি অবশ্যই প্রতিদিন জীবাণুমুক্ত করতে হবে। বিশেষ করে দরজা, জানালা, হ্যান্ডেল, যেখানে মানুষের সংস্পর্শ লাগে, সেখানে প্রতিদিন ট্রিপ শুরু করার পূর্বে ও ট্রিপ শেষ করার পর জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

❖ পরিবহন ব্যবহারের সময় সকল কর্মীকে হাত ধোয়ার নিয়ম মেনে গাড়িতে উঠতে হবে।

❖ প্রতিটি পরিবহনের জন্য একটি করে আলাদা আলাদা হ্যান্ড ক্লিনজিং/স্যানিটাইজার দিতে হবে।

❖ অবশ্যই এ সংক্রান্ত বিশেষ লগবুক মেইনটেইন করতে হবে।

❖ কোভিড-১৯ টাস্ক ফোর্স ও ট্রান্সপোর্টেশন কো-অর্ডিনেটর অবশ্যই এ বিষয়গুলো ফলোআপ করবে এবং খেয়াল রাখবে।

## ৮। কর্মীদের কমিউনিটি লেভেলে কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষাঃ

বাসা ভাড়া বেশি হওয়ার কারণে বেশিরভাগ শ্রমিক অনেকে মিলে একসাথে আবাসন ভাগ করে বসবাস করে, যা কোভিড-১৯ ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি আরও বৃদ্ধি করে। সুতরাং, কারখানা গুলোকে শ্রমিকদের কীভাবে নিজে ও পরিবারের সদস্যদের বা শেয়ারড আবাসনের অন্যান্যদের সুরক্ষিত রাখা যায় সে সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

❖ কর্মক্ষেত্রে যা প্রয়োজনীয় নয় তা বাড়িতে রেখে আসুন।

❖ আপনার নোংরা কাপড়ের ব্যাগে কাজের কাপড় রাখুন বা আপনি বাসায় ফিরে কাজের কাপড় সরাসরি ধুয়ে ফেলুন।

❖ আপনার ফোন, নামের ট্যাগ বা আইডি কার্ড, চশমা এবং চাবিগুলো জীবাণুমুক্ত করুন।

❖ সংক্রমণের ঝুঁকি সংবলিত আইটেমগুলো (জুতা, কাজের ব্যাগ, কাজের কাপড়) যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করুন।

❖ আপনার কাজের কাপড় এবং নোংরা কাপড়ের ব্যাগটি ডিটারজেন্ট বা সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

❖ আপনার কাজের জুতা বাড়ির বাইরে রেখে দিন।

❖ আপনার ঘরের ব্যবহার্য্য জামাকাপড় একটি পরিষ্কার ও ধোয়া ব্যাগে, আপনার কাজের কাপড় এবং জুতো থেকে পৃথক করে রাখুন।

❖ বাড়ি পৌঁছানোর সাথে সাথে গোসল করে নিন।

❖ জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যাবেন না।

❖ পাড়া-মহল্লায় সামাজিক জমায়েত এবং মুখোমুখি সভা এড়িয়ে চলুন।

❖ আলিঙ্গন এবং হ্যান্ডশেক থেকে বিরত থাকুন। এর পরিবর্তে সাধারণ সামাজিক দূরত্ব কৌশলগুলো ব্যবহার করুন যেমন ঃ হাত নাড়ানো বা মৃদু হাসি দিয়ে সম্ভাষণ।

## ৯। কোভিড-১৯ সম্পর্কিত অফিসিয়াল পেইজ এবং হটলাইন নাম্বার ঃ

যদি কর্মী অথবা উদ্যোক্তা কারো কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নির্দিষ্ট উপসর্গ দেখা দেয় বা চিহ্নিত হয় তাহলে, অবিলম্বে যোগাযোগ করুন জাতীয় কোভিড-১৯ হটলাইন ৩৩৩ বা ১৬২৬৩ বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হটলাইন নম্বরে দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঃ https://www.who.int/

লাইভ করোনা ঝুঁকি টেস্ট ঃ https://www.livecoronatest.com/

| অফিস/বিভাগের নাম | ফোন নাম্বার |
|---|---|
| সদর দফতর, স্বাস্থ্য পরিষেবা অধিদপ্তর (ডিজিএইচএস) | ০১৭৯৭-০১১৯১৯ |
| ঢাকা | ০১৭১৪-২৬৬৮৪৩, ০১৯৭২-১৩৮৫৩০, ০১৭১১-২৪০৩৯০ |
| গাজীপুর | ০১৮৪৭-১২৯৪৯৩ |
| নারায়ণগঞ্জ | ০১৭২২-৯০৯১২২, ০১৭৮৭-৩৮৬৩৬১ |
| বরিশাল | ০১৯৩৬-৪৯৩৪২৭ |
| চট্রগ্রাম | ০১৭১২-৩৮৩৭৭৩ |
| খুলনা | ০১৭৪৯-৫৯৯৭৯৭ |
| সিলেট | ০১৯১৪-৩০০৯১৭ |

| অফিস/বিভাগের নাম | ফোন নাম্বার |
|---|---|
| রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট | ১০৬৫৫, ০১৯৪৪-৩৩৩২২২, ০১৯৩৭-০০০০১১<br>০১৯৩৭-১১০০১১, ০১৯২৭-৭১১৭৮৪, ০১৯২৭-৭১১৭৮৫ |
| বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফরমেশান ডিজিজেস (বিআইটিআইডি), চট্রগ্রাম | ২৪৪০৭৫০৪২ |
| আন্তর্জাতিক উদারাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) | ০১৪০১-১৮৪৫৫১, ০১৪০১-১৮৪৫৫৪, ০১৪০১-১৮৪৫৫৫<br>০১৪০১-১৮৪৫৫৬, ০১৪০১-১৮৪৫৫৯, ০১৪০১-১৮৪৫৬০<br>০১৪০১-১৮৪৫৬৩, ০১৪০১-১৮৪৫৬৮, ০১৯২৭-৭১১৭৮৪<br>০১৯২৭-৭১১৭৮৫, ০১৯৩৭-০০০০১১, ০১৯৩৭-১১০০১১ |
| বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় | ০৯৬১১৬ ৭৭৭৭৭ |

| অফিস/বিভাগের নাম | ফোন নাম্বার |
|---|---|
| মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ১০৯ |
| স্বাস্থ্য বতায়ন-স্বাস্থ্য অধিদপ্তর | ১৬২৬৩ |
| এটুআই প্রোগ্রাম, আইসিটি ডিভিশন | ৩৩৩ |
| ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ | ০১৩০৬-৪৯৭০৯৫, ০১৩০৬-৪৯৭০৯৬ |
| রাজশাহী মেডিকেল কলেজ | ০১৭৪৪-৫৯৫৮৪২, ০১৭১২-৫৫৯৬৭৩ |
| রংপুর মেডিকেল কলেজ | ০১৭১২-১৭৭২৪৪ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতাল | ০৮৫১-৫৯২৮২ |
| কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল | ০৮১৬-৫৫৬২ |

উপরোল্লেখিত নাম্বারগুলো বিপিজিএমইএ এর সদস্যভুক্ত কারখানা ও ক্লাস্টারের আশেপাশের হাসপাতাল গুলোর, যে তালিকা প্রতিনিয়ত আপডেট হচ্ছে।

এছাড়াও বিপিজিএমইএ-এর সদস্যভুক্ত কারখানাগুলোতে কোভিড-১৯ এর স্যাম্পল কালেকশন বুথ স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বিপিজিএমইএ কোভিড-১৯ নিয়ে কাজ করছে বা জরুরী সাহায্যের প্রয়োজনে অন্যান্য যেকোন সংস্থার সাথে সমন্বয় করে কাজ করতে আগ্রহী।

**প্লাস্টিক প্রডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (পিপিবিপিসি)**
বাণিজ্য মন্ত্রনালয়, বনশিল্প ভবন, ৭৩ মতিঝিল
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

**বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক এসোসিয়েশন (বিপিজিএমইএ)**
পল্টন টাওয়ার, স্যুইট নং : ৬০৩-৬০৪, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন (৬ষ্ঠ তলা)
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।